দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# দেশে ভর্তি সংকট নেই; শূন্য থাকবে দুই লাখ আসন

## বাণিজ্যিক স্বার্থে আতংক ছড়ানো হচ্ছে, অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রীর

■ মোহাম্মদ আবু তালেব

প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি সংকটের আতংক ছড়িয়ে একাধিক প্রতারক চক্র কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর কোচিং সেন্টার রাজধানীর সেরা স্কুল-কলেজে ভর্তির নামে শুদ্ধবির বাণিজ্যে মেতে উঠেছে। অথচ দেশে প্রকৃতপক্ষে আসন সংকট নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, এ বছর দেশে ৮ হাজার কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ১১ লাখ ৮৬ হাজার ৫৮৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে। এবার দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৭৫২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরও সোয়া দুই লাখেরও বেশি আসন খালি পড়ে থাকবে। যেখ রাজধানী ঢাকাতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার। অথচ আসন রয়েছে এর দ্বিগুণ। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দেশে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকলেও ভর্তির কোন সংকট নেই। এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

### দেশে ভর্তি সংকট নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েও সারাদেশে সোয়া দুই লাখ শূন্য পদ থাকবে। যা পূরণে অসংখ্য কলেজকে হিমশিম খেতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, সংঘবদ্ধ একাধিক প্রতারক চক্র প্রতি বছরই ভর্তির সময় এলে আতংক ছড়িয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। তিনি এ ব্যাপারে আতংকে না ছড়িয়ে গণমাধ্যমের সহায়তা কামনা করেন। সূত্র জানায়, ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৪৭টি সরকারি ও ৩,১০৯টি বেসরকারি কলেজে ৮ লাখ ১০ হাজার ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে। এ বছর এসব বোর্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লাখ ১৩ হাজার ৫৬০ জন পরীক্ষার্থী। ৩টি সরকারি ও ২৭৯২টি বেসরকারি মাদ্রাসায় আসন আছে ১ লাখ ৮৫ হাজার এবং এবার পাস করেছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৪৩১ জন। পাশাপাশি ১৪৬টি সরকারি ও ১৬৯৫টি বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে আসন আছে ১ লাখ ৯১ হাজার ৫৮৫টি। কারিগরি বোর্ড থেকে পাস করেছে মাত্র ৬৪ হাজার ৭৬১ জন। অনালিতে এ বছর মহানগরী ঢাকাতে ২২৯টি কলেজে আসন আছে ৮১ হাজার ৬৩১টি। মহানগরীতে এসএসসি উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৭ হাজার ৬৯৭ জন। গত ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষেও রাজধানীতে ১৯,৫০৯টি আসন খালি ছিল।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। নতুন নীতিমালার আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত নিপীড়ন, হয়রানি, দুর্ভোগ ও অনিশ্চয়তা বহুলাংশে কমে আসবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, দেশে হাজার হাজার কলেজ অথচ ছাত্র নেই। মানসম্মত ভাল কলেজের খুবই অভাব রয়েছে। তবে ভর্তি প্রতিযোগিতা খুবই বেশি। মন্ত্রী তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি এমন একটি কলেজের সন্ধান পেয়েছেন যেখানে ছাত্র সংখ্যা এক ও শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন। মন্ত্রী বলেন, মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই এখন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এদিকে গতকাল রবিবার নায়েম অডিটোরিয়ামে ভর্তি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেমান-উর-রশীদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মো. মফিজুল ইসলাম, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদা বানু প্রমুখ। মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে একই দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত আরেকটি সভা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬টি কৃষি, ৮টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পূর্বের ন্যায় ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। সভায় অনেকেই ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি নীতিমালা অনুসরণের আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, আগামীতে মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ঝামেলা কমবে। বাঁচবে সময় ও অর্থ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো হবে।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জমির উদ্দিনসহ ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিগণ উপস্থিত ছিলেন।